শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

জনৈক বৈষ্ণব প্রশ্ন করিয়াছেন, একান্ত কৃষ্ণভক্তদের নৃসিংহাদি কবচ ধারণের আবশ্যকতা আছে কি না তাহা কৃপা পূর্ব্বক বলুন।

উত্তর-- নৃসিংহভক্তের পক্ষে নৃসিংহ কবচ ধারণ সঙ্গত ব্যাপার হইলেও তবে প্রহ্লাদের ন্যায় ভক্তগণ কবচ ধারণের পক্ষপাতী নহেন। কৃষ্ণভক্তের পক্ষে কৃষ্ণকবচ ধারণ যুক্তি ও ধর্ম্মসঙ্গত ব্যাপার হইলেও শুদ্ধকার্ষ্ণগণের তাহা অভিপ্রেত নহে। কবচ ধারণের উদ্দেশ্য আত্মরক্ষা। ভক্তগণ তো শরণাগতিতেই সেই কার্য্য সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন করিয়াছেন। তুমি তো রক্ষক আর পালক আমার। তোমার চরণ বিনা আশা নাহি আর।। এই মন্ত্রেই তাঁহারা দীক্ষিত ও শিক্ষিত। তবে ইন্দের ন্যায় শত্রুজ্ঞানকারীগণ কবচ ধারণের পক্ষপাতী পরন্তু অজাতশত্রু বৈষ্ণবগণ তাহার পক্ষপাতী নহেন। নিজের রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ে হনুমান কখনই রাম কবচ ধারণ করেন নাই। তিনি মনে প্রাণে রামকেই তাঁহার রক্ষক পালকরূপেই জানেন। সুতরাং রামের প্রতি তাঁহার অনন্যশরণাগতি ভক্তিই মহাকবচের ন্যায় কার্য্য করিয়াছে। এক রাম নামেই তিনি সকল বিপদ মুক্ত।

যেকালে নৃসিংহদেব আবির্ভূত হন নাই সেইকালেও প্রহ্লাদ কৃষ্ণকেই রক্ষক পালক বলিয়া বরণ করিয়াছিলেন। অস্ত্র শিক্ষা দিতে যাইয়া গুরু তাঁহাকে অস্ত্র ধারণ করিতে বলিলে তিনি তাহা ধারণ করেন নাই।। কৃষ্ণ ও তৎপ্রতি অকিঞ্চনা ভক্তিই তাঁহাকে মহাকবচের ন্যায় রক্ষাদি করিয়াছে। সুতরাং কবচাদি ধারণ সঙ্গত কি না তাহা নিজেই বিচার করুন।

কেহ বলেন, আমরা অতবড় ভক্ত হয় নি তাই কবচাদি ধারণ করি। ইহা নূন্যাধিক হৃদয়দুর্ব্বলতার ভাষা মাত্র। ইহাতে ইষ্টনিষ্ঠার প্রবল অভাব পরিলক্ষিত।

কেহ বলেন, যদি কৃষ্ণভক্তের ঔষধ সেবনে দোষ না হয় তাহা হইলে কবচ ধারণেও দোষ হয় না। ইহাও অনর্থক গোঁড়ামির পরিচয়, ইহা সবজান্তার নৈতিকতা মাত্র। ইহাতে পরমার্থ কিছুই নাই। এইজাতীয় বক্তাগণই অপসম্প্রদায়ের জনক। আমি জানিতে চাই, কৃষ্ণভজন কি কেবল নিজ নিজ স্বার্থ সংগ্রহের জন্য ? না অন্য কোন পরমার্থ সংগ্রহের জন্য?

যাহাদের কেবল স্বার্থ সংগ্রহই উদ্দেশ্য তাহাদের সহিত অলাপ করা অনুচিত মনে করি। কারণ তাদৃশ স্বার্থপরদের সহিত আলাপে ধর্ম্মহানি হয়। তাহারা তর্কপন্থী। চৈতন্যচরিতামৃতে বলেন-- নিষ্ঠা হৈতে উপজয় প্রেমের তরঙ্গ। সুতরাং প্রেম যাহার প্রয়োজন তাহার ইষ্ট প্রতি নিষ্ঠারও প্রয়োজন। আর যাহার প্রেমের প্রয়োজন নাই তিনি যথেচ্ছা করুন তাহাতে আপত্তি নাই।

উপসংহারে বক্তব্য--যেখানে সারগ্রাহিতার অভাব, যেখানে বিশুদ্ধ সম্বন্ধজ্ঞানের অভাব, যেখানে শুদ্ধসত্ত্বের অভাব, যেখানে রাজসিক ও তামসিকতার প্রভাব, যেখানে আরাধ্য প্রতি নৈষ্টিকতার অভাব, যেখানে হৃদয়দুর্ব্বলতার প্রভাব, যেখানে গুরুবাদে অন্ধবিশ্বাসের প্রভাব, যেখানে তাৎপর্য্য বোধের অভাব, সেখানে হাজার হাজার শাস্ত্রবাণী ও মহাজন উপদেশও ব্যর্থ হইয়া যায়। চোর এবং লম্পট না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী। অন্ধের নিকট বিচিত্র রূপ তুলে ধরার ন্যায়, বধিরের নিকট রামায়ণ পাঠের ন্যায়, পাগলকে নীতি শিক্ষা দানের ন্যায়, কুকুরের লেজকে ঘৃত মাখায়ে সোজা করার ন্যায় সকলই ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়। শুক্রাচার্য্যের ন্যায় গুরুর আদেশ পালনে ভগবানকেই ঠকান হয় আর সেই সঙ্গে নিজেকেও ঠকিতে হয় ইহা বোধ করিবার ক্ষমতা তথাকথিত শিষ্যেরও থাকে না। তবে বিশেষ কোন ভাগ্যবানই যথাযথভাবে শাস্ত্রবাণীকে অনুসরণ করিতে পারেন। অলমতিবিস্তরেণ

ভক্তিসর্ব্বস্ব গোবিন্দ